বিশ শতকের নির্বাচিত বাংলা ত্রয়ী উপন্যাসের আখ্যান কাঠামো: পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

[যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি (কলা অনুষদ) উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণা-অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ]

গবেষক: মৌমিতা দাস

নিবন্ধীকরণ সংখ্যা: A00BE1601021

নিবন্ধীকরণের তারিখ: 06.08.2021

তত্ত্বাবধায়ক: ড. ব্রতী গায়েন

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২৫

বিশ শতকের গোড়ার সময় থেকে বাংলা সাহিত্যে ত্রয়ী উপন্যাস রচিত হতে শুরু করে। কিন্তু 'Trilogy' বা ত্রয়ী ফর্ম বা ধারার সূচনা হয় বহুবছর পূর্বে গ্রিক নাটকে। যে ফর্মের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ কাহিনি তিনটি কাহিনি-পর্ব নিয়ে তৈরি হয়। ধরনের উপন্যাসের কাহিনির বিষয়বস্তু সংক্রান্ত আলোচনা ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যের গবেষণায় দেখা গেছে। আলোচ্য গবেষণার মূল উদ্দেশ্য এই ধরনের কাহিনির গঠনগত দিককে বিশ্লেষণ করে দেখানো। যা দ্বারা ত্রয়ী উপন্যাসের গঠনের ভাষাতাত্ত্বিক ভিত্তি এবং গঠনগত বিভিন্ন দিককে দেখানো সম্ভব হয়েছে। গবেষণায় বিশ শতকের নির্বাচিত তিনজন ঔপন্যাসিকের তিনটি ট্রিলজির আখ্যান কাঠামো বিশ্লেষণ করা হয়েছে— গোপাল হালদারের *ত্রিদিবা* (*একদা, অন্যদিন, আর একদিন*), আশাপূর্ণা দেবীর *সত্যবতী* ট্রিলজি (*প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা, বকুলকথা*), মণিশংকর মুখোপাধ্যায়ের (শংকর) *স্বর্গ মর্ত পাতাল* ট্রিলজি (*জন অরণ্য, সীমাবদ্ধ, আশা আকাঙ্ক্ষা*)।

প্রথম অধ্যায়ে, বাংলা উপন্যাসের সূচনা এবং সেখানে বাংলা ট্রিলজি সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া ট্রিলজি ফর্মের উৎপত্তি কোথায়, কবে হয়েছে ও সেই সময় ট্রিলজি ফর্মের কী কী বৈশিষ্ট্য ছিল এবং বাংলা উপন্যাস ট্রিলজির সাধারণ বৈশিষ্ট্য কী তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আখ্যানতাত্ত্বিকদের আখ্যানতত্ত্ব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। গঠনবাদ ও উত্তর গঠনবাদ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন আখ্যানতাত্ত্বিকদের আখ্যানতত্ত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। আখ্যানের কাঠামো নির্মাণের পূর্বে আখ্যান কী? এবং এই আখ্যানের কাঠামো গঠনের ইতিহাস সংক্রান্ত ধারণা আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে, গবেষণায় নির্বাচিত তিনটি ট্রিলজি উপন্যাসের প্রাথমিক কাহিনি বর্ণনা থেকে আখ্যানে কাহিনির গঠন তৈরি করা হয়েছে। যেখানে দেখা যায় সাধারণ একক উপন্যাসের আখ্যানে কাহিনির গঠন থেকে উপন্যাস ট্রিলজির আখ্যান কাহিনির গঠন অনেকটাই আলাদা। উপন্যাস ট্রিলজির কাহিনির সেই গঠন বিশ্লেষণ করে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে, উপন্যাস ট্রিলজির চরিত্রের আখান কাঠামো বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে। এখানে একটি চরিত্র কীভাবে তৈরি হয় এবং কাহিনিতে কোন কোন বৈশিষ্ট্য দ্বারা চরিত্র গঠিত হয় তা নিয়ে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে, মূলত আখ্যানের কাঠামোয় কথনের ভূমিকা এবং কথক-কথন-পাঠকের সংযোগ দেখা হয়েছে। উপন্যাস ট্রিলজিতে কথনের ভূমিকা এবং কথক ও পাঠকের সম্পর্ক ও অবস্থান স্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে, কথক ও দর্শকের ভূমিকার পার্থক্য চিহ্নিত করে দেখা হয়েছে ট্রিলজির গঠনে নিরীক্ষণের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এর দ্বারা ত্রয়ী উপন্যাসের ঘটনা কে বিবৃত করছে এবং কে ঘটনা দেখছে তা পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়।

সপ্তম অধ্যায়ে, গবেষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, কারণ ট্রিলজির পাঠ নিতে গেলে সবার প্রথমে যা নজরে আসে তা সময়। দীর্ঘ সময়কে ধারণ করে একটি উপন্যাস ট্রিলজি। আখ্যানের গঠনে সময়ের ভূমিকা, আপাত সময় ও প্রকৃত সময়ের বিভাজন এবং ট্রিলজির গঠনে সময়ের বিভিন্ন বিভাজন চিহ্নিত করা হয়েছে।

তিনটি ত্রয়ী উপন্যাসের আখ্যান কাঠামো বিশ্লেষণ দ্বারা সামগ্রিকভাবে ত্রয়ী উপন্যাসের গঠন সম্পর্কে ধারণা তৈরি করা সম্ভবপর হয়েছে।